তাওয়াল ব

বা

"হারানিধি"

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মিত্র ও আমির হোসেন মিঞা

প্রণীত

১৭৬নং সিদ্ধিরবাজার লেন, (ষ্টেশন রোড), ঢাকা।

কলিকালের প্রভাবেতে, ধর্ম্মের হ'ল হ্রাস।
ঘরে ঘরে পাপ ঢুকে ; দেশকে করল গ্রাস॥
প্রেমের নিশায় মত্ত হয়ে, যৌবন লুটায় পরকে নিয়ে।
নিজ পতিকে পর করিয়ে ; পরিণামে হয় ত্রাস॥

রহস্য ভরা বইখানা, মূল্য মাত্র এক আনা।

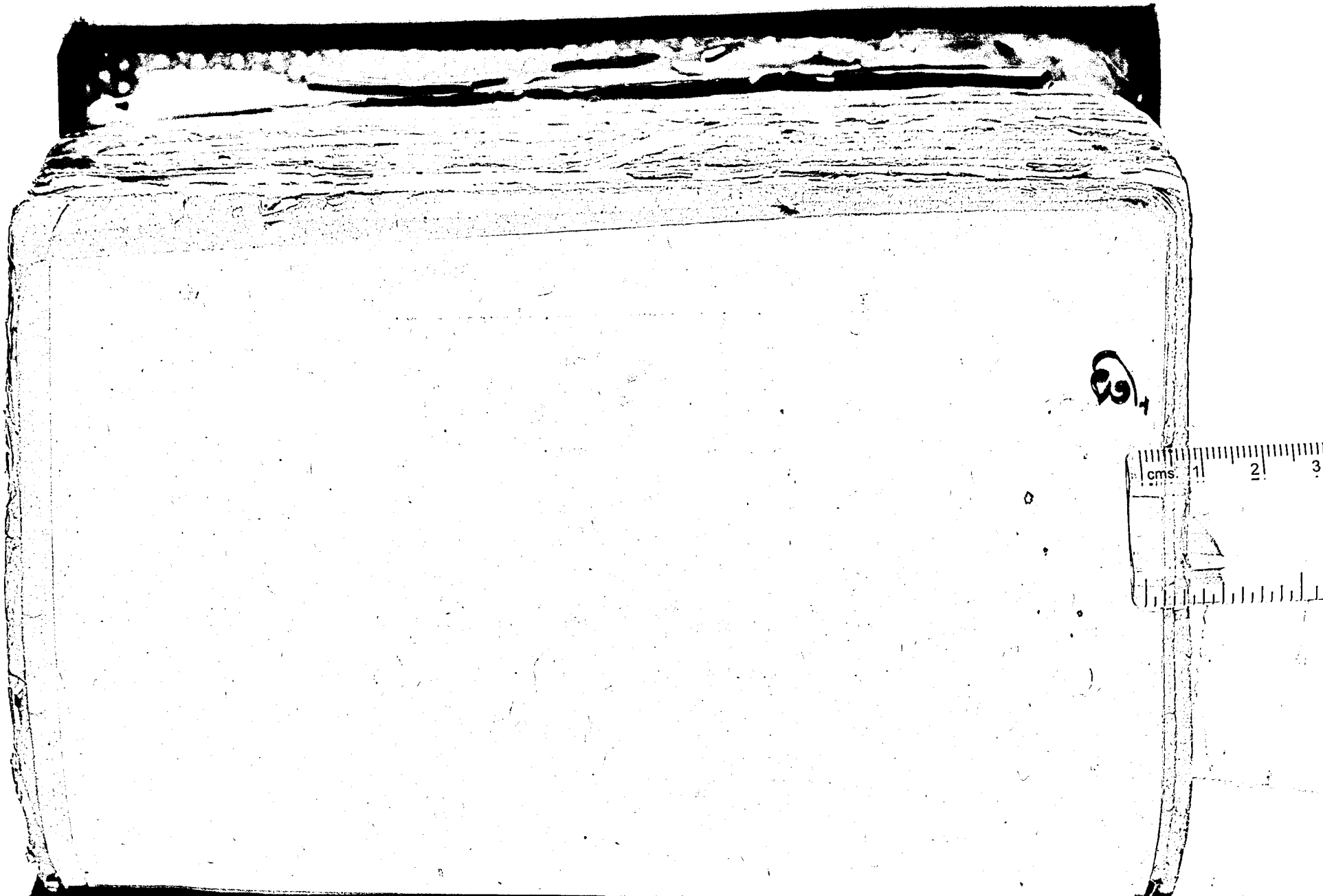
cms.
1
2
3

"জয় দয়াময়"

দয়াময় নাম স্মরণ করিয়া ধরিয়া লেখনি,
লিখিব প্রাণের কথা, যাহা আমি জানি।
ভাল মন্দ সত্যা সত্য, করিয়া বিচার,
প্রকাশ করিব আমি লোক প্রমোখাৎ।
ভাওয়ালের জয়দেবপুর গ্রামে,
আছিল দয়ালু রাজা শ্রীরাজেন্দ্র নামে।
সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত ছিল নৃপমণি,
তিনটি কুমার রাখি হল স্বর্গগতি।
রণেন্দ্র, রমেন্দ্র আর রবীন্দ্র তিন ভাই,
রূপে গুণে কুলে শীলে তাদের তুল্য নাই।
কালের করাল গতি কে খণ্ডাবে বল,
মেজকুমার মরে ছিল ভূধর শিখর।
তার পর রণেন্দ্র মরে নিজ ধামে,
ঢাকাতে রবীন্দ্র মরে উৎকট ব্যারামে।
এই মতে তিন ভাই ক্রমে গেল চলি,
সোনার ভাওয়াল এবে হয়ে গেল খালি।
রাজবংশ, হল ধ্বংস, হল এবার ইতি,
রহিল না জনৈক বংশে দিতে বাতি।
জয়দেবপুরের রাজবাড়ী হল ছারখার,
ষ্টেটের ভার নিয়ে গেল ইংরেজ সরকার।
এই ভাবে চলেছে আজ কয়টী বৎসর,
কোথা রাজা, কোথা প্রজা, কে লয় খবর।

নির্জ্জীব ভাওয়ালে আজ সরকার শাসন,
বিপন্ন হয়ে কাঁদে সব প্রজাগণ।
শোকার্ত্তের রোদন ধ্বনি, সহিতে না পারি,
অকস্মাৎ দিলেন দেখা, আপনি শ্রীহরি।
বহুদিন পর আজ এ জয়দেবপুরে,
রাজার আগমন বার্ত্তা, শুনি ঘরে ঘরে।
মেজকুমার মরে ছিল দার্জ্জিলিং পাহাড়ে,
মরে নাই এ কথা কে জানি প্রচারে।
সেই বাক্যে কর্ণপাত কেহ না করিল,
নির্দ্দিষ্ট দিনেতে শ্রাদ্ধ সমাপন হল।
কুমারের শ্রাদ্ধ নিয়ে হল মহা গোল,
শ্রাদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণে হয়েছিল ভুল।
ভাওয়ালেতে উঠ্‌ল রব কুমার বেঁচে আছে,
কয়েকটী সঙ্গা মিলে বলে ও কথা যে মিছে।
তারপর আসে এক নবীন সন্ন্যাসী,
কুমার জীবিত বলে করিল প্রচারি।
তথাপি লোকের মনে না হল বিশ্বাস,
যাহা বলি ঐ সন্ন্যাসী দিলেন আশ্বাস।
সন্ন্যাসী বলে গেলেন বার বৎসর পরে,
অবশ্য আসিবে কুমার আপনার ঘরে।
যেই মাত্র বার বৎসর অতীত হইল,
অমনি কুমার এসে নিজে দেখা দিল।

দ্বাদশ বৎসর পর নবীন সন্ন্যাসী,
উদয় হলেন তিনি, ভাওয়ালেতে আসি।
জটাধারী কপিন পরা এই যোগীবর,
ভস্ম মাখা অঙ্গ তার দেখিতে সুন্দর।
ফল মূল খেয়ে সাধু অন্ন ছাড়ি দিল,
ফুল শয্যা ত্যাগ করি ভূমিতে লুটাল।
তপস্যার ফলে, রাজার কুমার,
কি যে ছিল, কি যে হল, দেখ আর বার।
মধ্যম সহোদর বলে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী,
চিনিতে পারিল তাকে সব দেশবাসী।
এইরূপে জনরব হইল প্রচার,
ক্রমে ক্রমে পৌঁছিল বঙ্গ-মাঝার।
পড়ে গেল গণ্ডগোল ভাওয়ালের মাঝারে,
দেখিবারে লোক যায় হাজারে হাজারে।
দেখে শুনে সবে বলছেন এ রমেন্দ্রকুমার,
সর্ব্বাংশে মিলে গেছে বাকি নাইক আর।
একমাত্র বৈশিষ্ট্য তার নাকের দিকে,
সেইটী কেন মোটা হল তাও বলব পাছে।
ভাওয়ালেতে ছিল যখন মধ্যম কুমার,
বেড়াইতেন সব জানে বাকি নাইক আর।
সেই মত আছে অভ্যাস ভুলে নাইক আর,
তবু কি বল্‌বনা তারে মধ্যম কুমার ?

যোগরত অবস্থায় নাক হয়েছে মোটা,
ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে উজলে সে রংটা।
অপূর্ব্ব রহস্য তার জীবন কাহিনী,
কি ভাবেতে কি হইল লিখিব এখনি।
অকস্মাৎ একদিন সত্যবাবু শালা,
বোনাইর কাছে চাহিলেন হাজার কুড়ি টাকা।
শালার বচন শুনে তখন মেজকুমার ভাবে,
আমার শালায় টাকা নিলে দাদার শালায় চাবে।
শুনিয়া শালার কথা কুমার বলিল,
এত টাকা যোগার করা সাধ্যাতীত হল।
শুনে তখন সত্যশালা ফিকির আঁটে মনে,
জীবন বীমার টাকা নিব তাকে হত্যা করে।
দিবা নিশি ভাবে বসি কি ভাবে যে মারি,
আশুর কাছে গিয়া তখন উপায় উদ্ভাবন করি।
শালায় যুক্তি করে, আশুর সঙ্গে একত্রিত হইয়া,
কুমারকে আমরা বধ করিব দার্জ্জিলিংএ নিয়া।
পরস্পরে বলে তখন গোপন রেখ কথা,
কার্য্যসিদ্ধি হলে পরে ভাগ দিব আধা।
টাকার লোভে ধন্বন্তরী গেল রাজার কাছে,
ভুগতে হবে সিফিলিসে থাকলে গরম দেশে।
এই ভাবেতে বন্ধুর কথা হিত মনে করে,
কুমার মনে স্থির করিল দার্জ্জিলিংএ যাবে।

সঙ্গে যাবে মেজরাণী আর ছোট ভাই,
আশু আমার পরম বন্ধু তার কথা ফেলতে নাই।
তখন সত্য শালায় উঠে বলে, একি বলছ ভাই,
আমরা তোমার বন্ধু থাকতে যাবে ছোট ভাই ?
তোমরা যদি সঙ্গে যাও চিন্তা কিছু নাই,
শুভক্ষণে যাত্রা কর দার্জ্জিলিং যাই।
তখন পাঁজি খুলে, পাজির দলে দিন ধার্য্য করে,
যত শীঘ্র যেতে পারে তাড়াতাড়ি করে।
যাত্রা করিয়া কুমার মনে মনে ভাবে,
জ্যোতির্ম্ময়ী ভগ্নীর কাছে বলে যেতে হবে।
তেরশত ষোল সনে বৈশাখ মাসেতে,
দার্জ্জিলিং গেলেন কুমার চিকিৎসার আশাতে।
এই ভাবেতে কিছুদিন কেটে গেল রঙ্গে,
বাড়ীর কথা মনে পড়ে প্রাণটা উঠে কেঁদে।
তখন সভাসদ সঙ্গি যত বল্ল তাদের ডেকে,
শীঘ্র করে টেলি কর, আমি যাব দেশে।
টেলিগ্রাম পেয়ে তখন মনের উল্লাসে,
দেবপুরের সব লোক আনন্দেতে ভাসে।
তখন সত্য শালা বুদ্ধির ছালা মনে মনে ভাবে,
কুমার যদি দেশে যায় সকল আশাই যাবে।
অমনি সত্য শালা প্রমাদ গণি গেল আশুর কাছে,
কি করি ভাই বল এখন রাজা যে যায় দেশে।

শালার কথা শুনে তখন আশু বল্ল ভাই,
যে ভাবেই হউক কর্ম্ম সারব কোন চিন্তা নাই।
এই ভাবেতে আশু তখন গেল রাজার কাছে,
শুনলেম আমি তুমি নাকি যাবে নিজ দেশে ?
যাবে যদি তুমি ভাই এলে কেন তবে,
ঔষধ খেয়ে রোগ সারাও, দেখা যাবে পাছে।
তখন আশু ডাক্তার প্রেসক্রিপসন্ করে,
ঔষধ বলে খাওয়ায় বিষ কুমার যেন মরে।
বিশ্বাস করিয়া কুমার ঔষধ করল পান,
ছট্‌ফটানি বেড়ে গেল, কেঁপে উঠ্‌ল প্রাণ।
এই ভাবেতে রাজা তখন দারুণ পিপাসায়,
চীৎকার করে জানায় সবে প্রাণ যে মোর যায়।
কাছে থেকে সঙ্গি সাথী কেউ যে দেয় না জল,
রাণীকে তখন আট্‌কে রাখে সেই পোড়ারমুখ দল।
তখন রাণী শুনে নিজ কাণে স্বামীর প্রাণ যে যায়,
কাছে যেতে দেয় না তারা, তফাৎ করে দেয়।
পিঞ্জরবদ্ধ পাখীর মত, থাকেন তখন রাণী,
আমার স্বামীর প্রাণ যে যায় কি করি গো আমি।
এই ভাবেতে রাণী তখন কেঁদে হলেন সারা,
ভূমিতে পড়িয়া তিনি হলেন জ্ঞানহারা।
দুই তিন ঘণ্টা মধ্যে কুমার হলেন অচেতন,
শালার দলে ডেকে আনে শ্মশান বন্ধুগণ।

তখন শ্মশানবন্ধু দুষ্টের দল আসল তাড়াতাড়ি,
শব নিয়ে শ্মশানে যায় বলে হরি হরি ।
সৎকার করিতে শব নামাইল শ্মশানে,
এমন সময় ঝড় এল অতি প্রবল গর্জ্জনে ।
পাজির দল ছুটতে থাকে যেদিকে পারে,
আপন প্রাণ বাঁচাইবার তরে ব্যস্ত সহকারে ।
পড়ে ছিল শব তখন একাকী শ্মশানে,
শিলাবৃষ্টি প্রকোপেতে বিষ নষ্ট করে ।
আকস্মাৎ কয়েক সাধু শ্মশানে আসিয়া,
দেখতে পায় মৃতদেহ রয়েছে পড়িয়া ।
দেখতে পায় শব তখন একটু একটু নড়ে,
নিয়ে গেল যত্ন করে আশ্রম মাঝারে ।
ঝড় বৃষ্টি থেমে গেল পাজির দল সবে,
সৎকার মানসে শব এল শ্মশানেতে !
দেখে আসি শব দেহ শ্মশানেতে নাই,
(করে) আশু, শালায় কানাকানি কি করি হে ভাই।
তখন তারা তাড়াতাড়ি শব খুঁজিতে যায়,
এদিক ওদিক নিরখিয়া দেখিতে না পায় ।
অবশেষে আশু শালার চিন্তা হল ভারি,
যোগাড় করে মরা এনে চিতায় দেয় ধ্বনি ।
সিদ্ধি করে মনের আশা চলে এল ঘরে,
কি করে যে লুটবে টাকা ভাবে পরস্পরে ।

সাধুর মন্ত্রে কুমার হইল চেতন,
চক্ষু মেলি চেয়ে দেখেন কোথা (আমি) এখন।
কুমারের প্রাণ দাতা পতিত পাবন,
ধর্ম্মদাস নাগা সাধু সেই মহাজন।
জ্ঞান পেয়ে কুমার তখন সাধুর নিকটে,
নিবেদিল সব কথা যাহা আছে মনে!
শুনিয়া রাজার কথা সাধু বল্ল তাকে,
থাকতে হবে বার বৎসর আমার সঙ্গেতে।
এই ভাবেতে বার বৎসর থাকি আশ্রমেতে,
কুমার এলেন নিজ দেশে বার বৎসর অন্তে।
আসা মাত্র স্বীকার করে এই আমাদের রাজা,
কেবল মাত্র বাকী থাকে সত্য হারামজাদা।
আশু, শালায় বলে তখন কেমনে এল ফিরে,
নিজ হস্তে পু'ড়ে এলাম এল কেমন করে।
মনে মনে চিন্‌তে পেরে প্রাণটা গেল উড়ে,
হায় হায় কেমন করে ফিরে এল বলি কেমন করে।
যদি কেহ বলে এই আমাদের রাজা,
আশু, সত্যশালায় মিলে দিতে চায় যে সাজা।
এই ভাবেতে কিছুকাল উৎপীড়ন করে,
আশু, গেল পলাইয়া ডিস্‌পেনসারী ছেড়ে।
তখন বোনকে নিয়ে সত্যশালায় উধাও হয়ে গিয়ে।
কলকাতায় গিয়ে থাকেন তিনি রাণীর পিয়ার হয়ে।

বোনাইকে দেখে তিনি বিষম প্রমাদ গণি,
সংবাদ পত্রে লিখে দেন কুমার নন ইনি।
আশু আর সত্যশালায় যুক্তি করে বসি,
কেমন করে দূর করে দেই সেই ভণ্ড সন্ন্যাসী।
তখন তারা চলে গেল দার্জ্জিলিং পাহাড়ে।
করে আনল দলিল পত্র সব দোষ সেরে।
নিরাপদে বসি তিনি খাবেন ভগ্নির টাকা,
দিতে পারেন যদি তিনি সন্ন্যাসীকে সাজা।
ভরিয়াছে পাপের ভরা আরত বাকী নাই,
নানা চিন্তায় জ্বলছে চিত্ত, পুড়ে হবে ছাই।
শালাবাবু কাপড় দিয়ে দিপ্ত আগুণ ঢাকে,
সমস্ত আশা ফুরায়ে যাবে পড়বে বিষম ফাঁদে।
বলিহারি যাই মোরা বিভাবতীর কথা,
তারই পতি আস্‌ছে ফিরে দেয় না কেন দেখা
পনিব্রতা সতি নারী থাকতে নাহি পারে,
শুনে তার মৃত স্বামী ফিরে এল ঘরে।
বলি ওগো রাণীমাতা, তোমারি গোচরে,
গিয়েছিলে কি তুমি স্বামি পুড়িবারে ?
নিজ চক্ষে দেখ নাই স্বামী পোড়া দিতে,
যাহা কিছু বল তুমি শুনি সত্যের মুখে।
শত শত লোকে বলে এ মধ্যম কুমার,
তথাপি কি হয় না সতী বিশ্বাস তোমার ?

ভেবেছিলেম তুমি নারী পতিব্রতা সতী,
কেন নাহি দেখা দিলে এসে তব পতি,
বিশ্বাস করে দুষ্টের কথা কেন দেখালে না আসি।
এ কারণে কুৎসা রটে যত ভাওয়ালবাসী।
বারেক তরে এসে যদি দেখতে তোমার পতি।
ভাবতাম মোরা সত্য সত্যই আছ তুমি সতী।
লোকে করে কাণাকাণি কত কথাই বলে,
কেমন করে পরের মুখে চাপা দেওয়া চলে।
এসে যদি বসতে তুমি ডানে নিয়ে পতি,
তাহলে কি তোমার হত এ হেন দুর্গতি ?
রাজার বাড়ী রাজার ঘর রাজা আজি যোগী,
দয়া মায়া নাই শরীরে রাণী মা কি পাজি।
শুন শুন প্রজাগণ ওহে ভাওয়ালবাসী,
রাণী মা যে দেয় না স্থান এ নবীন সন্ন্যাসী।
মোরা ভাওয়ালেতে এত প্রজা থাকতে বিদ্যমান।
অসতী এক নারী সে রাজার করবে অপমান ?
রাজা হবেন রাজ্য ছাড়া কেমন কথা ভাই,
সবে মিলে লেগে পড় রাজার কাজে যাই।
যুক্তি করে ভাইয়ে বোনে মেরে রাজাকে,
দেশে এসে শ্রাদ্ধ করে জানায় সকলকে।
বার বৎসর ঘুরে রাজা এলেন বলে ঘরে,
তমাদি হয়ে গেছে বলে, বলেন দুই জনে।

এ কেমন আইন ভাই বুঝিতে না পারি,
উদ্যমে আশ্রয় লও সরকারের বাড়ী।
ওরে ভাওয়ালবাসী প্রজাগণ এস দলে দলে,
যথাসাধ্য সাহায্য কর রাজার কল্যাণে।
যতদিন রাজা বলে বসাতে না পারি,
ততদিন তরে খেটে যাব খালি।
দেশ মধ্যে ছিল যত তালুকদারগণ,
রাজার কাছে নিয়োগ করল অর্থ আর মন।
বড় বড় প্রজা যারা শক্ত করে বুকের পাটা,
প্রাণ পণে দেখল এবার খাঁটী কিনা রাজা।
দেশের গণ্যমান্য ছিল যারা রাজার কারণে,
কত কষ্ট পায় তারা রাত আর দিনে।
রাজার যত বন্ধু ছিল দেশ দেশান্তরে,
তারা এসে যোগ দিল মোকদ্দমার তরে।
পূর্ব্ব বঙ্গের প্রবীণ উকিল মিঃ চাটার্জ্জি,
আমাদের ভাগ্য বলে, হলেন কাণ্ডারী।
যতই করুক দুষ্টের দলে, ধর্ম্মের হবে জয়,
অসত্যতা টুটে যাবে, হবে পরাজয়।
কলকাতায় আছে একজন হারামজাদার গোড়া,
নাম শুনে তার কাজ নাই, দেহ লম্বা চৌড়া।
পাতলা চুলে ফরসা রঙ্গে, দেখতে মন্দ নয়,
ফেসন করে সদাই চলে দেখতে লাগে ভয়।

চেপ্‌টা নাকে চশমা আঁটি বানার্জ্জি মশাই,
হাতে ছড়ি মুখে চুরুট, কাজেতে কষাই।
পূর্ব্ব বঙ্গের সবে তারে শালা বলি ডাকে,
কখন জানি লম্বা গলা বের হয়ে যায় চাপে।
জয়দেবপুরে মধ্যমকুমার, যবে ছিল বর্ত্তমান,
সেই সময় শালা বাবুর হল অধিষ্ঠান্।
কুমারের ভালবাসা পেয়ে শালা বাবু,
ধরাকে দেখ্‌লেন সরার মত কর্‌লেন কতই কাবু।
হিমালয়ের এভারেষ্ট যেমন বড় শৃঙ্গ,
তাহা হতে উচ্চ হল শালা বাবুর দম্ভ।
ক্রমে ক্রমে তিন ভাই এমনি গেল চলি,
একাসরে বসে তিনি করলেন কতই বাহাদুরি।
সরকার যখন ভার নিয়ে, এসে দিল দেখা,
বানরের দল চলে গেল শালায় রইল একা।
সবে চলে গেছে দেখে শালায় মনে ভাবে।
আমার মত ভাগ্যবান আর কি কেহ হবে?
যদি তারে দেয় কেহ সৎ পরামর্শ,
খারাপ বুঝে চটে যায় হয়ে ক্রোধান্ধ।
শান্ত শিষ্ট ভদ্র প্রজা ভাওয়ালবাসী যত,
সদাই বসে ভাবেন তিনি, সব তারই অনুগত।
মনে মনে ভাবেন তিনি, আমি এথাকার রাজা,
হুকুম মত না চলিলে ধরে দিব সাজা।

প্রজাগণকে ডেকে এনে বলেন লম্বা কথা,
চাঁদা মাথট দিলে পরে করে দিব জুতা।
প্রজার টাকা প্রজায় দান করতে ইচ্ছা করে,
তাহাতে কেন হারামজাদা নিষেধ আজ্ঞা করে।
সাবধান হও সত্য শালা! ভাগ এখান হতে,
নইলে তোমায় দূর করে দিব, নাগরা জুতাঘাতে।
মাথায় তোমার বাইচা ভরা বুদ্ধি পাঠার মত,
তোমায় দেখলে বিদ্রুপ করে ভাওয়ালবাসী যত।
ভরণ পোষণ করে তোমায় পুষেছিল রাজা,
তাই বুঝেছিলে, রাজার অংশ খাবা।
দেখ ওহে সত্য শালা পড়ছ তুমি ফাঁদে,
তোমার যম বসে আছে, দিদিমণির ঘরে।
ষড়যন্ত্রে লিপিবদ্ধ এঁটেছিল যাহা,
গুহ্য খবর পেয়েছি মোরা, পরে জান্‌বে তাহা।
চিন্তা করি রিপোর্ট লিখ, চুরুট খাও বসি,
খাসির মত বুদ্ধি রাখ, কখন যে হয় ফাঁসি।
এমন ধারা লিখ্‌ব মোরা বাজে যেন প্রানে,
মনে করেছ তোমার মত, কে আর লিখ্‌তে জানে।
সত্যশালার কথা বার্ত্তা হল সমাপন,
আর একটী বাবুর কথা শুন দিয়া মন।
মনে পড়ে বুঝে নিও পাঠক মহাশয়,
চাঁদের অপর নাম লোক পরিচয়।

ঢাকা সহরে বাড়ী তার থাকেন জয়দেবপুরে,
শালা বাবুর সাথী সে দেখতে ভয় করে।
পাঠার মত রংটী তার খাট খোট দেহ,
পাজির দলে আছে বলে, কয়না কথা কেহ।
দাঁড়ি নাই গোঁপের ছটা সদাই দিতেন তা,
যদি পেতেম লম্বা বাল, সাজায়ে দিতেম তা।
দেহখানা মোটা সোটা, দেখ্‌তে ভেড়ার মত,
তার সঙ্গে মিশে কেবল সণ্ডার দল যত।
শিশুকালে ছিল সে অতি দুষ্ট মতি,
কাহাকে দিত কিল চড়, কাহাকে দিত লাথি।
বন্ধুগণে না খেলিত না লইত সাথে,
একদিন তারা যুক্তি করে যাতা দিল মাথে।
যাতা খেয়ে খাটা হল, বের হয়ে গেল পেট,
সেই অবধি সঙ্গি দেখ্‌লে মাথা করে হেঁট।
আর একজন বাবু আছেন ঢাকায় অধিষ্ঠান।
ওকালতিতে পাননা কিছু পরের হাতে খান।
দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ নয় বুদ্ধি নাই বেশী,
আপন জন চিনে না সে রামছাগলের খাসী।
কত রঙ্গ রসে প্রেম বিলাসে বাবু সত্যশালা,
থাকেন তিনি ইন্দ্রপুরে তেতালা মহালা।
ভগ্নীকে নিয়ে করেন তিনি, যেন নিজ রাণী,
কলকাতায় জানায়ে দেন, ভাওয়াল রাজ তিনি।
বাহাদুরের বাহাদুরী ছুটে যাবে এবার,
রঙ্গ রসে হাবু ডুবু মিলবে নাক আর।
সাধুর কথা একদিন তুমি করেছিলে হেলা,
দেখায়ে দিবে তোমায় এবার সাধুর কেমন ঠেলা।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, শাস্ত্রের বচন,
ডেকে আন্‌লে নিজ মরণ করি নিমন্ত্রণ।
হাতে পায়ে শৃঙ্খল দিয়ে, বাঁধবে যখন কসে,
ঘুরতে হবে ঘানির গাছে, পড়বে বিষম ফেরে।
ভোমরা পাঠার ঔরসেতে জন্ম নিলেন যিনি,
তারও গলায় পড়বে দড়ি নাইক ছাড়াছাড়ি।
কালা পাঠা বংশ নাশা গোঁপের বাহাদুরী,
ছাগল দেখে জুট্‌ল এসে, হয়ে সহচরী।
চাকর বাকর ছিল কয়টা স্বার্থ-রক্ষার তরে,
যদি না থাকে গোলামগিরি না খেয়ে তারা মরে।
কয়েকটী মোল্লা সাহেব পেয়ে কিছু টাকা,
আনন্দিত হয়ে তখন সাক্ষী দেন তারা।
তেলী, চালী, জাত কয়টা মিশে দুষ্টের সঙ্গে,
কুপরামর্শ দেয় তারা অতি মন রঙ্গে।
ছাই ভস্ম খেয়ে তারা এমনি করে কাজ,
তাদের কথা লিখ্‌তে গেলে মাথে পড়ে বাজ।
ভাওয়ালেতে আছে নায়েব বদমাইসের গোড়া
শুন্‌লে কথা লাগে ব্যাথা. বলছে কথা চড়া।
ঘূর্ণিবায়ু এসে যখন দেখায় লোককে ভয়,
এমনিভাবে রামছাগলটা গর্জ্জে কথা কয়
সাবধান হও নায়েব বাবু বুঝে বল কথা,
নইলে পড়বে তোমার ঘারে বিশ, পঁচিশ জুতা।
ওরে পাঠা, হারামজাদা কাঁচা কলার বামন,
পেট পাড়ায়ে বের করব তোর ঘৃত, ননী খাওন।
আর এক বেটা, বড় ঠেঁটা, ফোঁটা পড়ে রয়,
কি সুন্দর চেহারা তার দেখ্‌তে মনে লয়।

দার্জ্জিলিং ঘুরে ঘুরে মন্ত্রী বিভীষণ,
মস্ত বড় রিপোর্ট দিলেন করি নিরীক্ষণ।
সোনার গয়না, গাড়ী ঘোড়া, টাকা পয়সা যত,
লুটে খেল জুয়া চোরে, কেবা দেখে কত।
সেই কুলাঙ্গার সেক্রেটারী ভেড়ার দলে মিশি,
লুটে খেয়ে রাজার ভাণ্ডার এখন হল তপস্বী।
অঙ্গারের মলিনত্ব যায় না কখন ধুলে,
চোর হয় না সাধু কখন মালা তিলক দিলে।
ভেড়া কখন হয় না ঠাকুর পৈতা গলে দিলে।
পাথর হয় না কৃষ্ণ ঠাকুর তুলসী চন্দন দিলে।
দুধ কলায় পোষলে সাপ কখন না যায় বিষ,
কি করে যে মারবে ছোঁ ভাবে অহর্নিশ।
নটী কখন হয় না সতী করলে গীতা পাঠ,
বানর কখন হয় না মানুষ পরলে গায়ে সার্ট।
টীনের উপর রং করিলে যেমন থাকে টীন,
থাকবি তোরা পাঁজির দলে, কাঁদবি চিরদিন।
এই ভাবেতে সত্য নিয়ে ঝগড়া হল ভারি,
ক্রমে ইহা পৌঁছিল সরকারের বাড়ী।
পাজির দলে নানা ছলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া,
কত লাঞ্ছনা দিল তারা এ সত্যতা নিয়া।
কিন্তু তাদের অসত্যতার হল অবসান,
রাজা পেলেন নিজ রাজ্য কতই আহ্লাদ।
ক্ষান্ত হল ছড়া ভাই হরি হরি বল,
দীর্ঘজীবি হয়ে যেন রাজা থাকেন ভাল।

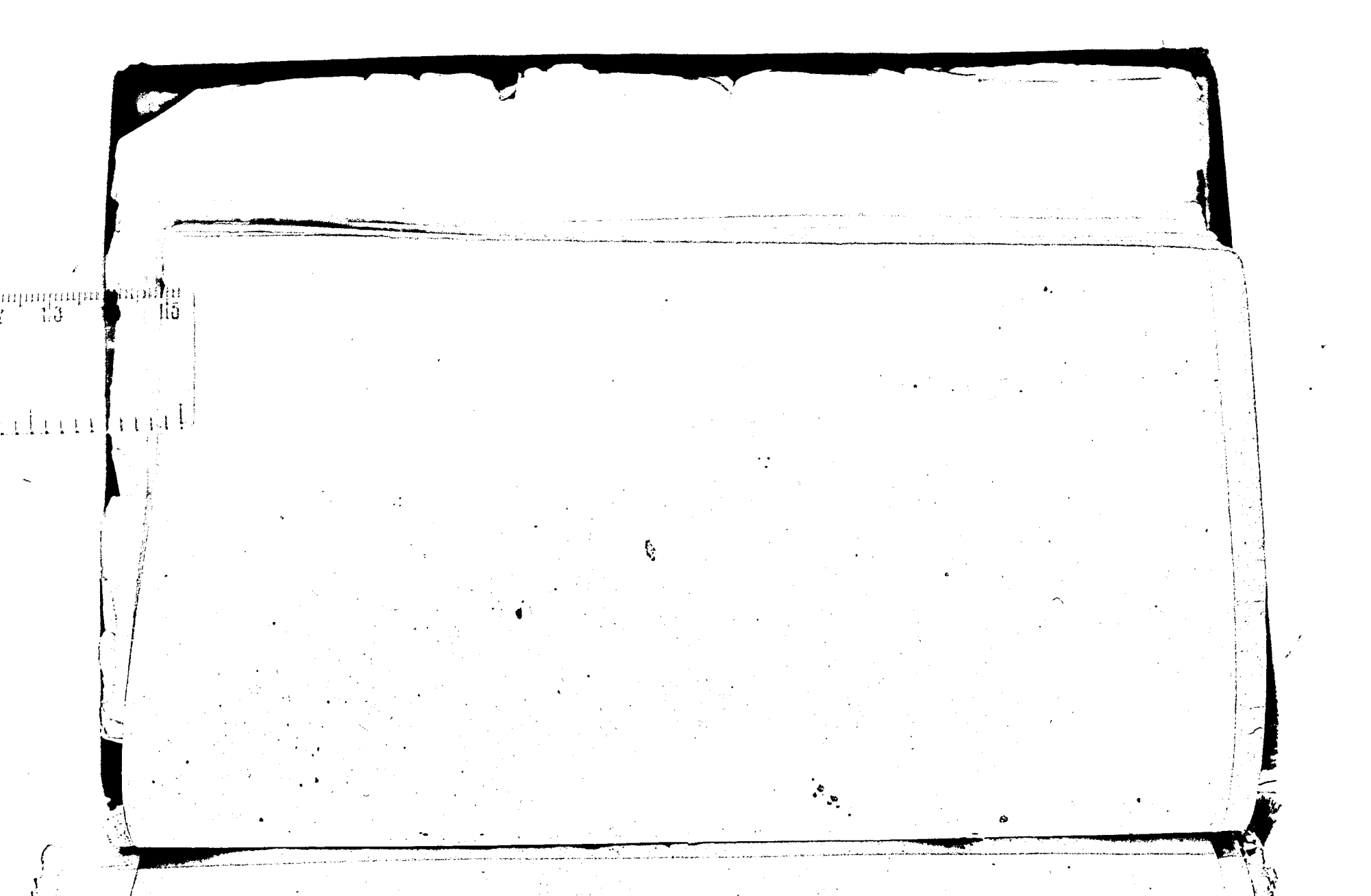

ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করা

ইণ্ডিয়ান লেবরেটরী কৃত সিংহ মার্কা

হজমী টেব্‌লেট—অজীর্ণ, অম্ল, অম্লশূল, উদরাময়, ওলাউঠা, বুকজ্বালা, অগ্নিমান্দ্য, অম্লপিত্ত পেট কামড়ান, ঢেকুর উঠা, পিত্তশূল, অম্লোদ্গার, আহারান্তে ভেদবমি, অরুচি প্রভৃতির মহৌষধ। ২টী টেবলেট ঠাণ্ডা জল দ্বারা সেব্য। ২৫ টেবলেটের শিশি ।০ আনা, ১০ টেবলেট শিশি ৵০ আনা

শক্তি টেব্‌লেট—ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য, ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও রক্ত দুষ্টির মহৌষধ। প্রতি শিশি ৩০ টেবলেট ১।০ আনা।

জ্বরান্তীন—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভেষক নিয়মে রাসায়নিক সংমিশ্রণে সর্ব্ববিধ জ্বরের বীজাণুধ্বংসকারী মহৌষধ। প্রতি শিশি ৷৵০

গণোস্মুগ্রা—নূতন পুরাতন গণোরিয়া, রক্ত, পূজ, জ্বালা যন্ত্রণা সহ ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়। প্রতি শিশি ১৷৵০ আনা।

দদ্রুনাশক মলম—অব্যর্থ দাদের মলম। ব্যবহারে যন্ত্রণা নাই, দাদে মালিস করিতে পারেন।

ক্রিমিনাশক টেব্‌লেট—সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি ও ক্রিমি জনিত উপদ্রব নাশক মহৌষধ।

ইণ্ডিয়ান লেবরেটরী

হেড অফিস—ষ্টেশন রোড, ঢাকা।

আর্ট প্রেস—ঢাকা।